1) সমাজতন্ত্রের পতন অর্থনৈতিক ব্যর্থতা কি প্রমাণ? তুমি কি মনে কর যে সমাজতন্ত্রের পতনে এই অর্থনৈতিক ব্যর্থতার দায়ী ছিল? 20

এমাদের সময়কালের দীর্ঘকাল ধরেই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির তত্ত্বগত ভিত্তি নিয়ে বিতর্ক চলে আসছে, তার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের পতনের মূল কারণ হিসেবে কোন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ষড়যন্ত্রের কথা সত্য, দ্বিতীয়ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি-কি ব্যর্থ হয়ে এ বিষয়ে প্রথম তথ্যভিত্তিক আলোচনা করেন, ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত Studies in the Development of Capitalism গ্রন্থে যে সমাজতন্ত্রের পতন প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন তার বিশ্লেষণ তিনি এটি অর্থনৈতিক - প্রথমত, সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির পতনের সূচনা, দ্বিতীয়ত, সমাজতন্ত্রের পতন অর্থনৈতিক সমাজতন্ত্রের সংকোচন বিলীত অর্থনৈতিক অর্থনিবেশের জন্য, তবে শুধু প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ষড়যন্ত্রের কথা বলে তিনি পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের আর্থনিক প্রকোপের কথা বলেছেন এবং সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেছেন।

সমাজতন্ত্রকে ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে পুঁজিবাদ প্রসারিত হয়েছে, এটা কোন অভিনব ঘটনা নয় বহুকাল ধরেই পুঁজিবাদ এই কাজটি করে আসছে। এই প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদ কখনো কখনো সাময়িক পশ্চাদপসরণ করেছে, কিন্তু কখনোই তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। সমাজতন্ত্রের পতনের পর পুঁজিবাদ যে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়েছে তা পূর্বের সমস্ত নজিরকে ছাপিয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রের পতনের পর পুঁজিবাদ যে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়েছে তা পূর্বের সমস্ত নজিরকে ছাপিয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রের পতনের পর পুঁজিবাদ যে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিয়েছে তা পূর্বের সমস্ত নজিরকে ছাপিয়ে গেছে।

p. mukherjee

Scanned by CamScanner

এ ব্যবস্থায় ছিল না, উৎপাদনের প্রযুক্তিও ছিল সামুলি ও সস্তা। এর ফলে ম্যানরের জনসংখ্যা বাড়লেও উৎপাদন ক্ষমতা আনুপাতিক হারে বেড়ে উঠত না। সামগ্রিকভাবে এই ধরনের অর্থনীতিকে বলা হত 'Economy of no out-lets'.

ডব দেখিয়েছেন সাধারণত ম্যানরে ব্যবহৃত হয় এমন অধিকাংশ বস্তুই ম্যানরে প্রস্তুত হলেও বিভিন্ন দি প্রয়োজনীয় বস্তু ম্যানরের বাইরে থেকে আনতে হত, এগুলি যোগান দিতেন নিকটবর্তী নগর থেকে আসা বণিকরা, একাদশ শতকের শেষ লগ্নে ইউরোপীয় দূরপাল্লার বাণিজ্যের পুনরুত্থান ঘটলে এই বণিকরা সুদূর এশিয়া থেকে আমদানী করা পণ্যদ্রব্য (যেমন - মশলা) ইউরোপের প্রায় সর্বত্র পৌঁছেছিল, এমনকি ইউরোপের একপ্রান্তের জিনিস অন্যপ্রান্তের বাজারেও পৌঁছুতে থাকে, তবে ডব কিন্তু একথা মানতে নারাজ যে নিছক এ বাণিজ্যিক দিগন্ত উন্মুক্ত হওয়ার দরুন, অর্থনীতি তার নির্গমপথ পেয়ে যাওয়ায় সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল, বরং ডব মনে করেন বাণিজ্যিক দিগন্ত উন্মুক্ত হওয়ার ফলে বণিকদের মাধ্যমে আগত দ্রব্যগুলির জন্য সামন্তপ্রভুদের মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি হয়। এবং সেই চাহিদা মেটাতেই সামন্তপ্রভুরা প্রজাদের ওপর বাড়তি কর চাপাতে থাকেন। প: ইউরোপে বাড়তি এই করের চাপ সইতে না পেরে ভূমিদাসরা ম্যানর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন এবং নিকটবর্তী নগর অঞ্চলে পালিয়ে যায়, অনেকেই আবার জঙ্গলেও গা ঢাকা দেয়। এর ফলে ম্যানরে ভূমিদাসদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতেই সামন্তপ্রভুরা তার বর্ধিত চাহিদা মেটাতে কাজের বদলে নগদে খাজনা চাইতে শুরু করে, যা 'খাজনার নগদীকরণ' বলে পরিচিত, ডবের মতে খাজনার নগদীকরণই হল ভূমিদাস প্রথার অবসানের

pmukherjee

Scanned by CamScanner

pmukherjee

Scanned by CamScanner

প্রতিবাদের ধ্বনি তোলে আসে।

১৯৫০ সালে Science & Society নামক
পত্রিকায় তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'Lysenkoism: a critique' প্রকাশিত
হয়। এই প্রবন্ধে তিনি লিসেনকোর তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি
খণ্ডন করেন এবং দেখান যে, এই তত্ত্ব কীভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার
সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিজ্ঞানের স্বাধীনতাকে ধ্বংস করেছে। তাঁর
বিশ্লেষণে উঠে আসে, কীভাবে রাজনৈতিক আনুগত্য বৈজ্ঞানিক
সত্যের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, এবং কীভাবে একটি ভুল
তত্ত্ব রাষ্ট্রীয় সমর্থনের জোরে দীর্ঘদিন বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে
থমকে দিতে পারে। হলডেন দেখান যে, বিজ্ঞান কোনো
বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়; এটি সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে
গভীরভাবে জড়িত। তাই বিজ্ঞানের স্বাধীনতা রক্ষা করা
শুধু বিজ্ঞানীদের নয়, সমগ্র সমাজের দায়িত্ব।

হলডেনের এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর ব্রিটেনের বামপন্থী
বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়। অনেক মার্কসবাদী
তাত্ত্বিক হলডেনের সমালোচনা করেন এবং লিসেনকোর
তত্ত্বকে সমর্থন করেন। এই বিতর্ক ব্রিটেনের বামপন্থী
বুদ্ধিজীবী মহলে দীর্ঘদিন আলোচনার বিষয় হয়ে থাকে।
পরবর্তীকালে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন যে, হলডেনের
প্রবন্ধ ব্রিটেনের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও
রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে যে গভীর আত্মসমালোচনা শুরু
করে, তার অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করেছে।
হলডেন নিজে কখনো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না;
তিনি ছিলেন একজন স্বাধীন বামপন্থী বিজ্ঞানী, যিনি
মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিজ্ঞানের সমাজতাত্ত্বিক
বিশ্লেষণ করতেন। তাঁর এই অবস্থান তাঁকে একদিকে
যেমন পার্টির ভেতরের সমালোচনার মুখে ফেলেছিল,
তেমনি বাইরের অনেক বুদ্ধিজীবীর কাছে তাঁকে
বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল। তিনি দেখিয়েছিলেন যে,
বিজ্ঞানের স্বাধীনতা কোনো বিলাসিতা নয়, বরং এটি
সমাজের দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থের জন্যই অপরিহার্য।
হলডেনের এই অবস্থান তাঁকে ব্রিটেনের বামপন্থী
বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটি বিশেষ নৈতিক কর্তৃত্ব
এনে দিয়েছিল, যা তিনি আজীবন ধরে রেখেছিলেন।

p.mukherjee

Scanned by CamScanner

pmukherjee

Scanned by CamScanner

Prasenjit Mukherjee
Department of History,
Sankrail A. B. S. Mahavidyalaya

Scanned by CamScanner